নেপথ্যে

চিরঞ্জয় দাস

উজ্জয়িনীর মন ভালো নেই। গতকাল রাতে ভাবনা কোন করে তাকে খবরটা এক নিঃশ্বাসে বলে যাওয়ার পরই টিভির সমস্ত খবরের চ্যানেল তোলপাড় করে ফেলেছিলো সে। একগাদা মেক - আপ মেখে ইংরেজদের মতো কোট পরে সুন্দরী মেয়েগুলো ঠোঁটের হিসেব কষা নড়াচড়ায় জানিয়ে দিচ্ছিলো খবরটা। এরপরই সে বাবাকে ফোন করার সময় মনের মধ্যে তখনও একটা ীণ আশা লালিত হচ্ছে, বুঝিবা সবই মিথ্যে হবে, কিন্তু যাদবজীও তো আলাদা কিছু বললেন না। উত্তর প্রদেশের এই মন্দির শহরে তখন শীতের সময়। কন্‌কনে ঠাণ্ডায় শহরটা তখন যেন কুয়াশার চাদরে মৃতনগরী, গঙ্গার ধারের আলোর কানগুলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বেশীদূর ছড়িয়ে পড়তে পারছে না।

মুকুন্দলাল যাদব বারানসীর ডি. আই. জি, উত্তর প্রদেশের লাগোয়া এক রাজ্যে গতমাসে ঘটা বিস্ফোরণের তদন্ত করতে নেমে দেখে যায় সেই ঐ হত্যালীলার অন্তরালে যে দলটি তার নেতা নাকি বারানসীতে বসে চুলচেরা পারদর্শিতায় ভারত জুড়ে একের পর এক বিপর্যয় ঘটিয়ে চলেছে। মুকুন্দলাল নিজে এই তদন্তের ভার পান গতসপ্তাহে। একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে যখন ঐ দলনেতার হদিস জানতে পারেন তখন বত্রিশ বছরের পুলিশ জীবনে সবচেয়ে তাজ্জব বনে যান।

গতসপ্তাহে বুধবার পঞ্জাবের দোর্দণ্ড প্রতাপ পুলিশ অফিসার মনজিৎ সিং যখন যাবদজীর সাথে কথা বলেন তাঁর স্বরে চাপা উত্তেজনা ছিলো। দুজনে স্কুলের বন্ধু, মাঝেমধ্যেই ফোনে কথা হয়। কুশল বিনিময়ের সাথে কিছু রসালাপাও চলে। কিন্তু সেদিন দু'কথার পরই মনজিৎ সরাসরি কাজের কথায় চলে আসেন। পঞ্জাব পুলিশের বিভাগীয় শাখা তদন্তে সে আঁচ পেয়েছে দুস্কৃতকারী সাধু সেজে বসে আছে এই বারানসীর দেবধামে, সেই তথ্য এক নিঃশ্বাসে জানিয়ে বলেন, যাদবজী, এই নেতাকে ধরতে পারলে মনে হয় বেশ কটা বিস্ফোরনের জট খুলে যাবে।

- আরে বলো কি সিংসাহেব, আমারই শহরে অতিথি হয়ে রয়েছেন আর আমিই জানি না!
- মুকুন্দজী একে ধরে দেওয়ার দায়িত্ব আপনিই নিন।
- আরে বিলকুল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।
- আমি কিছু ফাইল কালই পাঠিয়ে দেব। আইডেন্টিফাই করার জন্য।
- জী বিলকুল

মুকুন্দলাল ধার্মিক মানুষ। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান সেরে কাশীবিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরেন।। মনজিৎ সিং - এর ফোন পাওয়ার পর - দিনও এর হেরফের হয় নি। তিনি দুঁদে অফিসার। ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে তিনি বহু জটিল কেস সমাধান করেছেন। পরদিন বিকেলে মনজিৎ কথামতো দুটো ফাইল পাঠিয়ে দেন, ফাইলগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে পড়তে কখন যে রাত বারোটা বেজে গেছে আর কখন যে সিগারেটগুলো নিঃশেষ করেছেন তার কোনো হুঁশ ছিলো না মুকুন্দলালের। এই দলনেতার সম্পর্কে পড়ে এবং ছবি দেখতে দেখতে অবাক হয়েছেন তিনি। শুধু ভেবেছেন তাঁর মতো ডাকসাইটে অফিসারের এতো বড় ভুল হলো কি করে?

দুটো ঘুমের বড়ি খেয়েও সেই রাতে ঘুম আসে নি। তবু মনে হয়েছে তাঁর ত্রিশ বছরের কষ্টার্জিত সম্মান, পদ, কেউ যেন লহমায় ধূলোয় মিশিয়ে তাঁকে চূড়ান্ত অপমান করছে। চিরজীবন (রধার বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে, সব পরী(ায় সুনামের সাথে পাশ করে এই পরী(ায় তিনি শুধু ফেলই করেন নি বরং ঐ দলনেতা সমাজের চোখে বেশ ভালো মতো বোকা বানিয়েছে। নিঃশব্দ শীতের রাতে নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে শুনতে আর দপ্ দপ্ করতে থাকা কপালের শিরা গুলোতে হাত বুলোতে বুলোতে পরের দিন ঐ দলনেতা ধরার ছক তিনি কষে ফেলেছেন।

গিরধারীলালের মা - বাবা দুজনেই বয়স্ক এবং রোগগ্রস্ত। মীরা দেবীর আথ্রাইটিসের ব্যথার কোনো দিন(ণ নেই। আর পরেশনাথ তো সেই সড়ক দুর্ঘটনার পর থেকেই শয্যাশায়ী। সেদিন সকালবেলা সবে কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদটা খোলা দরজার সারিপথে ঢুকে ঘরের কন্‌কনে লাল শানে বিস্তার লাভ করছিলো। বেনারসের এই স(গলিতেও সূর্যদেবের অকৃপণ ধারা দৃশ্যমান। উল্টোদিকের চৌবৈজীর প্যাঁড়ার দোকানের ভিড়, চুড়িওয়ালার হাঁক আর পথ চলতি মানুষের গুঞ্জনের মধ্যেও কাশীবিশ্বনাথ মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি কানে আসে। মীরা দেবী চাল বাছছিলেন আর তুলসীদাসজীর পদ তাঁর ঠোঁটে আপনাআপনি উঠে আসে। এই সময় মুকুন্দজী ও চারজন পুলিশকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি বেশ থতমত খেয়ে যান। মুকুন্দজী মাঝেমধ্যে তাঁদের বাড়ি আসেন ঠিকই তবে এই মুকুন্দজী যেন অন্য কেউ। কঠিন মুখ। এরপর কয়েক মূহূর্তের মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যায়, ওয়ারান্ট দেখিয়ে পুত্র গিরিধারীকে বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে বাইরে বেশ কিছু লোকও জমেছে। দুই বৃদ্ধার কথায় কেউ কান দেয় নি।

এই চত্তরে শিবলালই সবচেয়ে ভালো পান বানায়। এখানকার খরিদ্দার সবাই বলে শিবলালের হাতে জাদু আছে। এমনকি অন্য পানের দোকানীরাও শিবলালের আধিপত্য মেনে চলে। গতকাল গিরিধারীকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করার পর থেকে এই পাড়াটাতে উত্তেজনা রয়েছে। রাধিকানাথ, দ্বারকাজী সদানন্দজীর মিঠাইর দোকানে, বলরাজের মুদির দোকান বা কিষানজীর ওষুধের দোকানে আজ রোজকার মতো ভিড় হলেও কেমন একটা থমথমে ভাব রয়েছে গতকাল থেকে। কাল রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বৃন্দাবনদাসের আড্ডায় আগুন পোহাবার সময় দোকানীদের মধ্যে এই নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছিলো। প্রতাপজী, যাদবজীও ছিলেন। দুজনেই শি(ক, আর ছিলেন মাসিক পত্রিকা সুবাহ - এর সম্পাদক রামপ্রসাদ জৈন। সকলে মিলেই সিদ্ধান্ত নেন যে গিরিধারীকে অন্যায় ভাবে হেনস্থা করার প্রতিবাদে পুলিশের বি(দ্ধে (খে দাঁড়াবেন। মাথা নীচু করে যে হাঁটে, রাস্তায় দেখা হলেও সে সুন্দর হেসে 'নমস্তে করে, পাড়ার সকলের প্রতি যার সদ্ব্যবহার, সে কিনা সন্ত্রাসবাদী! বছর তিনেক হলো এই পাড়ায় এসেছেন মীরাদেবীরা, দিব্যি মিশুকে মানুষ। দুর্ঘটনার আগেও বৃন্দাবনদাসের আড্ডায় জমিয়ে আড্ডা দিতেন পরেশনাথজী, আর গিরি তো বই ছাড়া কিছু বোঝেই না, শখের মধ্যে বছরে দু'তিনবার দেশের এদিকসেদিক বেরিয়ে পড়ে।

আসলে ছ'মাস পর পাঞ্জাব আর উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন, উত্তরপ্রদেশ সরকার যে সন্ত্রাসদমনে কিছুই করতে পারে নি মানুষ তা ভালোভাবেই জানে। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটে গেছে কিন্তু দুস্কৃতীরা ধরা পড়ে নি। তাই সরকারের অপদার্থতার মাশুল হিসেবে মানুষের (োভের আঁচ যাতে ভোটবাকসের গায়ে না লাগে বা গদি টলিয়ে না দেয় তাই সরকার ও পুলিশবাহিনী হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠেছে দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত(করতে। তাই আসন্ন নির্বাচনলগ্নে কাউকে একটা সন্ত্রাসবাদী সাব্যস্ত করে যদি কোনো মামলার সমাধান করা যায় তবে রাজনৈতিক কায়দা হবে সরকারের। গিরিধারী এই ষড়যন্ত্রেরই শিকার বলে রামপ্রসাদজী, প্রতাপজী বা যাদবজীদের বিশ্বাস।

ঠিক করা হয়েছে এই অন্যায়ের বি(দ্ধে এঁরা জনমত গঠন করবেন রাজ্যস্তরে।

শিবলালের দোকানের পাশেই বিশ্বনাথজীর বাহন রোদ পোহাচ্ছে। শিবলালের হঠাৎ খেয়াল হলো গত সপ্তাহ ধরে যে ভিখারীটা তার দোকানের পাশে বাসা বেঁধেছিলো, গতকালের ঘটনার পর থেকে সে বা তার জিনিসপত্রেরও বিন্দুমাত্র চিহ্(নেই আর!

চারদিন হলো কলেজ যায় নি উজ্জয়িনী। নিবিধারীর গ্রেফ্‌তারের পর সে এতই মুহ্যমান যে বাড়ির বাইরেও বের হচ্ছে না। বাবা মুকুন্দলালের সাথেও তার কথা বন্ধ। বেনারস হিন্দু ইউনিভাসিটিতে পদার্থবিদ্যার নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছে সে। প্রথম বর্ষ, রসায়ন নিয়ে গবেষনারত গিরিধারীর সাথে তার পরিচয়ে ছমাস

মতো। ঝক্‌ঝকে সুন্দর মিষ্টভাষী গিরির ক্লাসের পড়া এক বর্ণও তার মাথায় না ঢুকলেও স্রেফ এই শি(কটির উপস্থিতির জন্য সারা(ণ অপে(া করে থাকতো উজ্জয়িনী, পড়া বোঝার অছিলায় ক্লাসের বাইরে বা ক্যাম্পাসে দেখা হলেই রসায়ন তত্ত্বের সমীকরনের ব্যাখ্যা চাইতো সে। কোন একদিন জ্বরের দ(ন গিরি আসতে না পারায় ঠিকানা নিয়ে সোজা গিরির বাড়িতেই উপস্থিত হয় সে। উজ্জয়িনীকে দেখে বেচারা গিরিধারীর জ্বর বেড়ে যাওয়ার উপত্র(ম। যাই হোক কিছু কথা, মীরাদেবীর অনুরোধে একটু মিষ্টিমুখ করে সেদিন বাড়ি ফিরে আসে সে। প্রকৃতির ও সমাজের নিয়মে ওদের মধ্যের 'আপনি' পথ ছেড়ে দিয়েছে আরও কাছের 'তুমি' - কে।

গিরির বয়স বত্রিশ। উচ্চ ব্রাহ্মণ, উচ্চশি(ত। সেদিন উজ্জয়িনী বাড়িতে আসার পর থেকেই মীরা দেবী এই মেয়েটির সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। এক ছেলে গোঁ ধরেছে বিয়ে করে সংসারী হবে না। কত লোক নিজে থেকে সম্বন্ধ নিয়ে আসছেন। সেইদিনই তো মিশ্রজীর কন্যা রাগে(রীর জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ওদের কুলপুরোহিত বৈষ(বদাসজী এসেছিলেন। কোষ্ঠিবিচার করে তিনি দেখেছেন সা(াত নাকি রাজযোটক, তবু গিরি আজ নয় কাল নয় করে চলেছে। সেই ছেলে যদি নিজে থেকে কাউকে পছন্দ করে ভালোই তো। তাছাড়া উজ্জয়িনী মেয়েটিকে দেখতেও বেশ। যেন পার্বতী মা! এসব কথাই পড়শী রজনী বেহেনকে বলেছেন মীরা দেবী।

উজ্জয়িনী গিরিধারীকে ভালোবাসে। এই বাড়িতে নিয়ে বারকয়েক এসেও ছে। বাবার সাথেও ওর খুব জনে। বাবাও কি পছন্দ করেন না? নিশ্চয় করেন। সেদিনই তো একরাশ প্রশংসা করলেন ওর। তারপর কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠতে উজ্জয়িনী বলে।

-আমি বিয়েই করবো না।

- সচ্‌ বাত তো বেটী? বাবার মুখে হাসির আফা

- সাচ্‌ সচ্‌ সাচ্‌

- ঠিক আছে। গিরিধারীর মা'কে বলতে হবে যে আমার মেয়ে বিয়েই করবে না।

- ঈশ্‌, আমি কি তাই বলেছি। লজ্জায় রাঙা হয়ে বেড়িয়ে গিয়েছিল উজ্জয়িনী।

সেই বাবা কিভাবে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে গিরিধারীকে গ্রেফতার করে?

পাঞ্জাব বিস্ফোরণের পর পুলিশের তল্লাশি অভিযানে কিছু দুষ্কৃতী ধরা পড়ে। পর পর কিছু রাজ্যে ব্যবহৃত বিস্ফোরণের সরঞ্জাম এবং পদ্ধতির মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে যেটুকু জানা যায় এবং চেহারার বিবরণ অনুযায়ী কম্পিউটার কৃত চিত্রে বিস্ফোরণের দলনেতার একটা অবয়ব ফুটে উঠলেও তার ঠিকানা বা আশ্রয়ের কোনো হদিস মেলে নি। সেই ছবির সন্ধানে চি(নি তল্লাশি অভিযান শুধু পঞ্জাবই নয় পাশের রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশী রাজ্যের আতঙ্ক উত্তরপ্রদেশে সংত্র(মিত হলে, এখানে সব শহরে পুলিশ প্রহরা বেড়ে যায়, বিশেষ করে মন্দির শহর বেনারসে তল্লাসি অভিযান বা দলনেতার কথা নিরাপত্তার কারণে সংবাদ মাধ্যমে জানানো হয়নি। হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে প্রহরারত সাদা পোশাকের কিছু পুলিশ গিরিধারীলালকে একদিন ল(্য করে, এমনকি বাড়ি পর্যন্ত। কম্পিউটারকৃত চিত্রের সাথে কিছু কাটাকুটির পর যখন গিরির মতোই কেউ বেরিয়ে আসে। ছবি অনুযায়ী গিরির একগাল দাড়ি বা মাথায় টুপি কিছুই নেই এবং মুখটাও বেশ বয়স্ক। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাব পুলিশে খবর যায়। তারপর গিরিকে গ্রেফতার করা হয়।

শীতের রাতের চাঁদটার একাকিত্ব যেন নিজের মধ্যেও অনুভব করতে পারছেন মুকুন্দলালজী। আজ বোধহায় সীতলতম দিন। মেয়ের সাথে আজও খাওয়ার সময় একটাও কথা হয় নি। উজ্জয়িনী কিছুতেই বুঝতে চাইছে না গ্রেফ্‌তার করা ছাড়া তাঁর কোন উপায় ছিলো না। তিনিও বি(্বাস করেন গিরি নির্দোষ। তেমন কোনো প্রমাণ না থাকলেও ছবিটা এত মেলে কি করে? ছেলেটাকে খুব পছন্দ ছিলো তাঁর। মেয়ের তো বটেই। বাড়িতেও এসেছে। কথাবার্তা মার্জিত পুলিশ ভ্যানে তোলার সময় গিরি প্রায় কেঁদে ফেলেছিল, সন্ত্রাসবাদীরা ইমোশনাল হয় নাকি?

এদিকে ওপরতলার হুকুম। এইরকম দেশের অবস্থা। কোন ঝুঁকি নেওয়া যায় না। মনজিৎ সিং-এর পাঠানো ফাইলে বিস্ফোরণের বর্ননার ও ধৃতদের বর্ননার আড়ালের নেতা যে একজনই তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ছবিটার সাথে গিরিধারীর মিলই তো সব ওলটপালট করে দিলো।

পাহাড়ী আদিবাসীদের গ্রামটা থেকে মাইল অটেক দূরে রতিয়া নদীর ধারে এই স্থান। জঙ্গলের মধ্যে।

মনুষ্য বসতি থেকে বহু দূরে এখানে চুপিসারে নতুনদের বন্দুক শি(ার সাথে চলে অস্ত্র সংযোজন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে আসে কালাশনিকভ, মহম্মদ রাজার ডাক জ(রি বৈঠকে সকল জিহাদিই উপস্থিত, রাত এখন দুটো, আবু রিয়াদকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। হামান আলম, হালিম, সুবান, আলি, ওমর, মোল্লাহ আলি সকলেই চেয়ে আবু রিয়াদের দিকে। জাহিদ, এই জিহাদী দলের নেতা ধরা পড়েছে বেনারসে। সে প্রায় বছর তিনেক গোঁড়া হিন্দুর ছদ্মবেশে দেবধামে, সেখানকার ডি. আই. জির থেকে এই ছমাসে প্রচুর তথ্য জোগাড় করেছে। নিরাপত্তার ফস্‌কা গেরোর সাহায্যে বারানসীতে ঢুকে পড়েছে চার জিহাদি। ল(্য দেবধাম কাঁপিয়ে দেওয়া। জাহিদ বছরে বার তিনেক এখানে আসে। এই দেশের সরকারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে কত পুলিশ অফিসার যে জিহাদিদের তথ্য সরবরাহ করে চলেছে!

এই প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে থাকা মশালের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই একটা বুদ্ধি মাথায় এসে যায় রিয়াদের। জাহিদ ছাড়া বাকি দুজন ধরা পড়েছে। তারা কেউ এখানকার নয়। পাঞ্জাবে ছড়িয়ে থাকা জঙ্গি সংগঠনের মধ্যে কোনো একটার। তাই জাহিদকে তারা নিশ্চয় চা(ষ দেখে নি। শুধু এই সংগঠনের ইস্তেহারে জাহিদের যে ছবি থাকে সেটা দেখে থাকবে। সেটা সাত - আট বছরের পুরানো। একগাল দাড়ি, টুপি। এখনকার সাথে কোনো মিল নেই। তবু পুলিশগুলো ওকে ধরলো কিভাবে?

সুতরাং যে বর্ণনা ওরা দিয়েছে তা সাত-আট বছরের পুরনো। ছবি ছাড়া জাহিদের কোনো তথ্যই পুলিশের জানা নেই। দরকারি ফাইল সব চম্পট করেছে চণ্ডীগড়ের ইন্‌স্পেকটর শর্মা। বিনিময়ে পেয়েছে লাখ লাখ টাকা। শর্মা নিজে জানিয়েছে।

এই সব ভাবতে ভাবতেই রিয়াদ ঠিক করে ফেলে কি করনীয়!

গিরিধারীলালের মনে হলো মহাদেবজী মুখ তুলে চেয়েছেন। সকালের খবরটা সে বি(্বাস করতে পারে নি। মুকুন্দজী খবর দেন যে ভুল সন্দেহে তাকে হেনস্থা করা হয়েছিলো। আসল লোক শ্রীনগরে ধরা পড়েছে, সে মুক্ত(।

আবু রিয়াদের মাথার দাম কি টাকায় হিসেব করা যায়। জাহিদিকে ছাড়াতে তার মো(ম চালে উল্টে গেল পুলিশ। তার কথাতে সেদিন বৈঠকের পরে স্থির হয় জাহিদের ছোট ভাই রেহানকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এতে তার জান গেলেও পরোয়া নেই। জিহাদিরা মৃত্যুকে ভয় করে না। আর সাত বছর আগের জাহিদ যেন এখনকার রোহন, হুবহু এক।

পঞ্জাবের এক অখ্যাত গ্রামের পুলিশ চৌকিতে ফোন বেজে ওঠে। রিসিভার কানে লাগাতে জিহাদিদের টুকরো কথোপকথন কানে আসে। দুই জিহাদীর বাক্যালাপ কোনোভাবে সিগনালের গণ্ডগোলে পুলিশের ফোনে ধরা পড়েছে জানা যায় আসল জাহিদ শ্রীনগরের এক ব্যস্ত মার্কেটে আসবে। ব্যস তারপর তাকে ধরা হয়।

এই ফোন আসলে পুলিশকে ঘোল খাওয়ানোর উদ্দেশে। কথোপকথন সাজানো। আর রিয়াদের মস্তিষ্ক প্রসূত ইনস্‌পেকট্‌র শর্মার জানা!

উজ্জয়িনী বেজায় খুশী, বাবার সাথে আজ প্রচুর কথা হচ্ছে তার। মুকুন্দলালও খুশি, গিরিকে ঠিকই চিনেছিলেন সে দুষ্কৃতী নয়।

গিরির ছাড়া পেয়ে মনে হচ্ছে এই রকম তুখোড় বুদ্ধি নিশ্চয় আবু রিয়াদের। সে যে নিজে জাহিদ এটা সে ছাড়া জানে সায়রা আর আরিফ। মানে মীরা দেবী আর পরেশনাথ। এরা সকলেই জঙ্গি সংগঠনের এক এক স্তম্ভ। এখানে ছদ্মবেশী সেজে রয়েছে।

সে মুক্ত(। আর বিস্ফোরণ ঘটাতে জিহাদিরা বেনারসে ঢুকে পড়েছে। মুকুন্দজীর কৃপায়।

এখন থেকে যে কোনদিন দেবধাম কেঁপে উঠবে!